সুমতি।



শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

'Good education is the foundation of happiness.'

CALCUTTA:

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS:
1 GOUR MOHAN MUKERJI'S STREET.
1897.

উপহার।

কারে দিব উপহার কে আছে আমার ?
সপ্তকোটি* বাঙ্গালী যে সবি আপনার।
কেবল পরের তরে,
সদা যে যতন করে,
"সুমতি" তাহারি করে দিনু উপহার।

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন।

"সুমতি" বালকবালিকাগণের সুনীতি শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইল। পুস্তকপাঠে তাহাদের কোমলহৃদয়ে বিন্দুমাত্র সুনীতি সঞ্চারিত হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সুমতি প্রচারে 'ভারতকোকিল', 'কবিতামুকুল' প্রভৃতি প্রণেতা, 'বঙ্গজীবন' সম্পাদক প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ সেন মহাশয় যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কিশোরগঞ্জ।
২৫ শে মার্চ্চ,
১৮৯৭।

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী

সূচীপত্র।



সুমতি।

প্রভাত।

১

উষার মাধুরী বক্ষে মানস-মোহন,
ফুটিছে প্রভাত ওই নয়ন-রঞ্জন।
ফুটিছে মুকুল-দল,
সুধাময় পরিমল,
ভাসিছে জগৎবক্ষে সৌন্দর্য্য তরল,
মরি কিবা চারুশোভা ধরেছে ভূতল!

২

তরঙ্গিণী তর তর বহিছে মৃদুল,
রবি-কর-জাল বক্ষে লইয়া অতুল।
দুলে দুলে বায়ু-রাশি,
হাস্যময় পুষ্পে পশি,
হাসাইয়া—ভাসাইয়া কুসুম-কাননে,
কোথায় চলেছে ছুটে আপনার মনে।

৩

ফুলে, ফুলে বসি সুখে ভ্রমর গুঞ্জরে,
শিশির-মুকুতা-সিক্ত-মুখে মধু ঝরে।
বিহঙ্গ ললিত-তানে,
উচ্ছ্বসিত প্রেম-গানে,
ডাকিছে মধুর মরি বসি তরু ’পরে,
ঢালিছে সুধার ধারা শ্রবণ-বিবরে।

৪

নাহি পাপ-তাপ-শোক, আনন্দ-নির্ঝর-
চিত্ত-গিরি ভেদ করি ঝরে ঝর্ ঝর্।
বায়ু-ভরে তরু-লতা,
কানে কানে কহে কথা,
কি মধুর সেই ভাষা অনন্ত-সুন্দর,
কত কমনীয় সেই দৃশ্য মনোহর।

৫

বৈদিক-ব্রাহ্মণ-কুল উদ্যানে, কাননে,
তুলি ফুল রাশি রাশি অতীব-যতনে.
পূজিছে দেবতা-কুলে,
ভকতির অশ্রু-জলে,
পাতি দিব্য-সিংহাসন পবিত্রতাময়,
সুমধুর-বেদ-গানে হইয়া তন্ময়।

৬

অমূল্য-দুর্ল্লভ ভবে এই শুভক্ষণ,
ত্যজি শিশু স্বপ্নময়-অলস-শয়ন,
স্মর তাঁরে অনিবার,
এ বিশ্ব রচিত যাঁর,
যাঁহার সৃজিত নর-পশু-পক্ষিগণ,
কর তাঁর প্রেম-পূর্ণ-মূরতি পূজন।

কি ফল ?

কি ফল বিদ্যায়, যদি না থাকে বিনয় ?
কি ফল সে বলে, যার রিপু বশে নয় ?
কি ফল সে ধনে, যদি ভিখারী না পায় ?
কি ফল সে পণে, যদি ভাঙ্গে পায় পায় ?
কি ফল সাহসে, যার নাহি ধর্ম্মভয় ?
কি ফল বিশ্বাসে, যদি সতত সংশয় ?
কি ফল ভজনে, যার নাহি ভক্তিলেশ ?
কি ফল সে কাজে যদি নাহি হয় শেষ ?
কি ফল অশনে যদি ক্ষুধা নাহি যায় ?
কি ফল বসনে যদি শীতে কাঁপে কায় ?

কি ফল সে বিদ্বানের মিথ্যা যদি কয় ?
কি ফল ধার্ম্মিকে যদি অহঙ্কারী হয় ?
কি ফল সে বেদ-পাঠে, পাপে মতি যার ?
কি ফল সে দানে যদি যশোলিপ্সা সার ?
কি ফল সে মিত্রে যদি অকপট নয় ?
কি ফল সে পুত্রে যদি মূর্খ, দুরাশয় ?
কি ফল শিক্ষকে যদি দুর্ম্মতি, নির্দ্দয় ?
কি ফল সে ছাত্রে যদি দুর্ব্বিনীত হয় ?
কি ফল সে ফুলে যদি সুবাস না রয় ?
কি ফল সে ফলে যদি কটু, তিক্ত হয় ?
কি ফল নিদ্রায় যদি দুঃস্বপ্ন উদয় ?
কি ফল শয়নে যদি নিদ্রা নাহি হয় ?
কি ফল ভবনে যদি সদা সর্পভয় ?
কি ফল স্বজনে যদি করে অপচয় ?
কি ফল জীবনে যেই না ভজে ঈশ্বরে ?
পিতা, মাতা, গুরু-জনে সেবা নাহি করে।

গুণ।

কি করিবে ধনে জনে, আসনে, ভূষণে,
গুণ না থাকিলে বল কেবা তারে গণে ?
নির্গুণ-বায়স যদি বসে ভৃঙ্গাসনে,
কে তারে সম্মান করে আদরে, যতনে ?
গরুড় ভূতলে যদি, তবু তার মান,
বাসুকি স্মরিয়া তারে হয় কম্পমান।
আকরে মাণিক জ্বলে, রতন সাগরে,
সুদূরে—আঁধারে যদি কেনা সমাদরে ?
নির্গুণ-পলাশফুল কেহ নাহি চায়,
তুলসী পত্রের স্থান দেবের মাথায়।
গুণের আদর যদি না হবে ধরায়,
কুরূপ-কোকিল কেন এত মান পায় ?
রূপবান-মূর্খ কভু পায় কি সম্মান ?
বিদ্বানের সমাদর সর্ব্বত্র সমান।

দোষী ও গুণী।

দোষী যেই পর-দোষ করে উদ্ঘাটন,
নিজ-দোষ প্রতি তার নাহি বিলোকন
যা' করে সে তাই তার সবি গুণময়,
অপরের গুণ হেরি কভু তুষ্ট নয়।
মন্দ প্রতি দৃষ্টি, ভাল চাহেনা কখন,
দুগ্ধ ফেলি রক্ত খায় জলৌকা যেমন।

গুণী যেই পর-দোষ না করে দর্শন,
ঢাকিতে পরের দোষ ব্যস্ত অনুক্ষণ।
গুণীর সকাশে মান পায় গুণী জন,
চুম্বকে চুম্বক যথা করে আকর্ষণ।
দোষ ত্যজি গুণ-ভাগ করে সে গ্রহণ,
নীর ফেলি ক্ষীরে মত্ত মরাল যেমন।

আকাঙ্ক্ষা।

১

রাজায়-প্রজায় নর, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়,
বন্ধুতে বন্ধুতে কিম্বা প্রতিবাসী সনে,
বিবাদ করোনা কেহ স্বার্থের আশায়,
যদিও প্রচুর-ক্ষতি ঘটে বা জীবনে।

২

সত্য-কথা বল সবে সুমিষ্ট-ভাষায়,
ভ্রমেও এনোনা মুখে মিথ্যা-কুবচন,
সত্যের আদর ভবে যথায় তথায়,
সত্যবাদী এ জগতে পায় উচ্চাসন।

৩

পর-নিন্দা মহাপাপ যেমন ধরায়,
আপনার যশোগান তেমনি অন্যায়।
তাই সবে আনি বশে আন রসনায়,
পর-নিন্দা, নিজ-যশ নাহি যেন গায়।

৪

ধন-জন-যৌবনের বৃথা আস্ফালন,
করিও না ওহে নর, নশ্বর-ধরায়।
এই আছে—এই নাই মানব-জীবন,
বিদ্যুতের বিভা যথা মুহূর্ত্তে মিশায়।

৫

কাহারো নয়নে অশ্রু করিলে লোকন,
প্রাণপণে মুছিতে তা' করিবে যতন;
পর-উপকার-ব্রত অমূল্য-রতন,
কণ্ঠে, শিরে সমাদরে কর হে ধারণ।

৬

নিরাশ্রয়-পান্থ-জন আসিলে দুয়ারে,
ক্ষুধা-ক্লিষ্ট, তাপ-দগ্ধ হইয়া কখন,
পরম আদরে তারে প্রীতি-সহকারে,
আশ্রয় প্রদানে ক্লেশ করিবে মোচন।

৭

শয়নে, স্বপনে মনে রেখ দয়াময়,
যাঁর কৃপা-বলে তব মানব-জীবন,
ভুল না সে সদাশিবে যিনি প্রাণময়,
যাঁহার সৃজিত এই বিশ্ব বিমোহন।

৮

মানবের এ আকাঙ্ক্ষা হবে কি পূরণ ?
অনিত্য-ভবের এই অনিত্য-বিভব,
তৃণবৎ ঠেলিবে কি দুপায়ে কখন ?
নিত্য-ধনে মত্ত-মন হবে কি মানব ?

বল।

ওহে জগদীশ !

কি দিয়া পূজিব, কি দিয়া ভূষিব,
ও পদ-পঙ্কজ তব,
অধম-সন্তানে, কহ কৃপা-দানে,
জ্ঞানাতীত-ভবধব !

পাপের অনলে, সদা জ্বলে জ্বলে,
হইয়াছে দেহ ছাই,
বল কিসে হায়, জুড়াইব কায়,
কতনা যাতনা পাই।

ভব-কারাগারে, মোহের আঁধারে,
কত কাল বন্দীপ্রায়,
র'ব বিশ্ব-পতি, অগতির গতি,
বল বল সদুপায় !

শিবজীর উৎসাহ বাক্য।

১

কেন মোহ ?—কেন স্বপ্ন ?—ভাঙ্গ ঘুম-ঘোর,
কি নিদ্রায় অভিভূত ওহে সৈন্যগণ !
দেখ চেয়ে আরঙ্গ্‌জেব দুরাত্মা, পামর,
মত্ত-হস্তী সম দলে নগর, কানন।

২

নির্জীব, নিস্তেজ প্রায় কত কাল আর,
অলস-শয়নে পড়ি রবে অচেতন,
উঠ উঠ এবে, ছাড়ি' গম্ভীর-হুঙ্কার,
দলে দলে রণ-ক্ষেত্রে চল সৈন্যগণ !

৩

সাজ—সাজ—অশ্বারোহি, পদাতিকগণ !
অসীম-সাহসে সবে আক্রম মোগল,
লহ পৃষ্ঠে শরাসন, করেতে কৃপাণ,
পশি রণে বীর-দর্পে নাশ শত্রু-দল।

৪

যেইরূপে ভীম-সৈন্য ভীম-ভুজ-বলে,
নাশিল অগণ্য-সৈন্য স্বদেশ রক্ষণে ;
সেইরূপে—সেই দর্পে আজি রণস্থলে,
নাশ এই মহাপাপী দুরাত্মা-দুর্জ্জনে।

৫

যেইরূপে আক্রমিল রজপুতগণ,
অসংখ্য আকবর-সৈন্য দৃঢ়-ভুজ-বলে ;
তেমতি এ পাপাত্মারে কর আক্রমণ,
সঞ্চালিয়া ভীম-অসি তোমরা সকলে।

৬

দূরে—দূরে রহ সবে পর্ব্বত উপরে,
পাপাত্মারে পিষে ফেল পাষাণ-পেষণে ;
শার্দ্দূল, মূষিক প্রায় তোমাদের করে,—
হারাবে জীবন, এই পার্থিব-ভুবনে।

৭

কর চেষ্টা—হবে জয়, নিশ্চয়—নিশ্চয়,
জীবাত্মা অনিত্য নয়, কর দৃঢ়-পণ,
হও ব্রতী কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, হও কর্ম্মময়,
কর্ম্মাধীন জীব, কর্ম্ম কর সম্পাদন।

৮

চেষ্টায় সফল হয়, সিদ্ধি সাধনায়,
অবশ্য ভারত মুক্ত, হবে সৈন্যগণ।
জন্মভূমি জননীর শুভ যেই চায়,
ঈশ্বর তাহার বাঞ্ছা করেন পূরণ।

মানব-জীবন

১

মানব-জীবন ওই দু'দিনে ফুরায়!
দু'দিনের হাসি, খেলা,
দু'দিনের ভব-মেলা,
দু'দিনের আশা-সুখ দু'দিনে মিশায়,
জীবনে জীবন-বিম্ব উঠে, ডুবে যায়।

২

সব যায়—লয় পায়,—মানব-জীবন,
কোথা থাকে পরিজন,
ধন, জন, সে যৌবন,
অনন্ত-শ্মশানে সব পুড়ে অনুক্ষণ,
শ্মশানে কি পরিণতি হের জনগণ!

৩

একটী পবন-শ্বাসে লয় যে জীবন,
একটী মৃত্তিকা হতে,
যে জীবন এ মরতে,
দম্ভ, গর্ব্বে-উঠে—ফুটে দলিয়া ভুবন,
শ্মশানের শান্ত-কোণে হের সে জীবন

৪

সব শূন্য—সব ফাঁকা—সকলি অসার,
শুধু কীর্ত্তি, শুধু যশ,
অকীর্ত্তি বা অপযশ,
অনন্ত-কালের তরে ভরি এ সংসার,
দোষ-গুণ পরকাশে অনন্ত-অপার।

৫

হাসি অশ্রু, সুখ দুখ, সংসারের বুকে,
সতত জাগিছে হায়,
ক্ষণে পুনঃ নিবে যায়,
মলিনতা খেলে তার বুকে চ'খে, মুখে,
কেন দম্ভ, অভিমান কেন কোন্ সুখে ?

৬

কবি,—কাব্য, এ মরতে শুধুই অমর,
মরিলেও কাব্য, কবি,
বিকাশি যশের ছবি,
সংসারের বুকে বুকে চিত্রি মনোহর,
রেখে যায় চির-তরে দীপ্ত-অনশ্বর।

৭

ভারতের কবি-গুরু কবিত্ব-ভাস্কর,
গেছে বাল্মীকি, ব্যাস,
গেছে কবি কালিদাস,

গেছে ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শঙ্কর,
জয়দেব, বিদ্যাপতি, মধু-মধুকর।

৮

এদিকে পাশ্চাত্য কবি বার্জ্জিল, হোমার,
মহাকবি সেক্ষপীর,
বায়রণ কবি ধীর,
গেছে ভেসে কাল-স্রোতে মিল্টন, কুপার,
রাখিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি সংসার-আগার।

৯

বীর-কুলে কত বীর উঠিল—ভাসিল,
গেল ভীমার্জ্জুন বীর,
গেল ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির,
গেল কর্ণ, গেল দ্রোণ, কত যে ডুবিল,
অশ্বত্থামা, অভিমন্যু অনন্তে মিশিল।

১০

মিশিল—ডুবিল বটে কাল-সিন্ধু-নীরে,
কিন্তু তাঁহাদের হায়,
কীর্ত্তি রাশি ধরা-গায়,
অঙ্কিত রয়েছে, রবে উজ্জ্বল-অক্ষরে,
অনন্ত-অনন্ত-কাল বিশ্ব-চরাচরে।

১১

গেছে বোনাপার্টি, গেছে অদম্য-সিজার,
কত শত বীরগণ,
কাঁপাইয়া দিগঙ্গণ,
অতুল-বীরত্ব-গর্ব্বে ত্রাসি ত্রিসংসার,
ত্যজিয়াছে অকাতরে ভব-কারাগার।

১২

দাম্ভিক সে নরপতি গেছে দুর্য্যোধন,
জগতে অকীর্ত্তি তার,
ঘোষিতেছে অনিবার,
অন্তরিত সে কলঙ্ক হবে কি কখন ?
ভারতে 'ভারত' তার দীপ্ত-নিদর্শন।

১৩

গিয়াছে রাবণ কিন্তু জানকী-হরণ—
এ পাপ-বারতা হায়,
ভুলিবে কি এ ধরায়,—
কেহ কভু, যত কাল রবে 'রামায়ণ,'
যত কাল চন্দ্র, সূর্য্য ঢালিবে কিরণ।

১৪

গিয়াছে সিরাজ, কিন্তু সে নাম শ্রবণে,
ভয়ে সতী থর থর,
আজো কাঁপে নিরন্তর,

অন্ধকূপ-অত্যাচার বারতা স্মরণে,
এখনো ইংরাজ-প্রাণ কম্পিত সঘনে।

১৫

ক্লাইব গিয়াছে, তার প্রতারণা, জাল,
খুলি বক্ষ ইতিহাস,
করিতেছে পরকাশ,
জগৎ-সকাশে নিত্য সে কলঙ্ক-জাল,
উজ্জ্বল-অক্ষরে দীপ্ত রবে চিরকাল।

১৬

নন্দকুমারের ফাঁসি হইলে স্মরণ,
হেষ্টিংসের ব্যবহার,
জাগে প্রাণে অনিবার,
আরো বা কত কি জাগে পাপ-আচরণ,
মুক্ত-কণ্ঠে ইতিহাস করিছে জ্ঞাপন।

১৭

গিয়াছে বেণ্টিঙ্ক, তাঁর কীর্ত্তি অগণন,
আছে দীপ্ত ধরাতলে,
সতী-দাহ—শোকানলে,
দহিতে হয়না আর কারে কদাচন,
অকারণ প্রাণী নাশ হয়েছে বারণ।

১৮

এইরূপ কতরূপ সংসার-সাগরে,
কত ঊর্ম্মি উঠে, পড়ে,
কত ঊর্ম্মি থরে থরে,
ভেসে যায়—ডুবে যায় কেবা সংখ্যা করে ?
ভবে তার ভাল, মন্দ শুধু থাকে পড়ে।

১৯

সকলেরি দোষ, গুণ স্মরি অনিবার,
কাহারো কাহারো তরে,
নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরে,
কারো নামে চাহে মন করিতে ধিক্কার,
রাজা হোক্, ঋষি হোক্ তবু বার বার।

২০

তাই বলি কর নর, সুপথে গমন,
সাধু-কার্য্যে মতি যার,
সুনাম—সুকৃতি তার,
দু' দিনের যদি এই মানব-জীবন,
দু'দিনের নহে কীর্ত্তি চিরস্থায়ী ধন।

সিরাজ উদ্দৌলা।

কি ছিলে নবাব, আগে বলনা সিরাজ!
ভাব দেখি একবার কি হয়েছ আজ?
ভাবিতে না ভবে কিছু চিরস্থায়ী নয়,
দেখিতে না শশাঙ্কের উদয়, বিলয়।
কাঁদালে কাঁদিতে হয়, হাসালে হাসিতে,
হায় রে এ নীতি-বাক্য কভু কি ভাবিতে?
করেছ যে ব্যবহার নর-নারী-সনে,
তারাও করিবে তাহা ভাবিতে না মনে।
ধন, জন, যৌবনের বৃথা অভিমান,
মরণ সময়ে ওরা শমন সমান।
তুমি যথা পাপাচারী, তোমার মতন,
ক্লাইব, জাফর আছে জাননি তখন।
জানিতে না নরগণ প্রলোভনময়,
স্বার্থ-তরে মিত্র শত্রু, শত্রু মিত্র হয়।
তাকি তুমি সাধারণে শিখাবার তরে,
দেখা'লে পাপের ফল কিবা হয় পরে?
জানি দেব-শশধর রাহু-মুখে পড়ে,
"পুণ্য-তোয়া" যোগে কত পাপী মুক্ত করে
অথবা দেখায় শশী অহঙ্কারী, জনে,
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র রাহুর বদনে।

তুমিও শশীর মত মহত্ প্রধান,
দেখালে কার্য্যের ফল দিয়ে রাজ্য, প্রাণ

মত্ততা।

১

ফিরে কি উন্মত্ত ষাঁড় তৃণের আঘাতে?
কোকিলের কুহুস্বরে,
ঝটিকা কি যায় স'রে?
নিবে কি দাবাগ্নি কভু হীন-অশ্রুপাতে?

২

কোমল-কুসুমাঘাতে থামে কি বারণ?
কুকাজে প্রমত্ত যারা,
সাধু-উপদেশে তারা,
কভু কি পবিত্র-পথে করে বিচরণ?

সমীরণ।

১

জীবের জীবন তুমি ওহে সমীরণ!
তোমা বিনে জীব-দল,
বাঁচে কি মুহূর্ত্ত, পল,
রহে কি এ ধরাতলে কভু সচেতন?
তাই তুমি বিশ্ব-প্রাণ, জীবের জীবন।

২

কি যে তুমি—কিবা রূপ—মূরতি তোমার
কিবা বর্ণ, অবয়ব,
জানি না—বুঝি না সব,
দেখিতে পাই না যবে তোমারে কখন,
পরশনে অনুভূত হও সর্ব্বক্ষণ

৩

নতুবা হে সমীরণ, অস্তিত্ব তোমার!
মানিত কে এধরায়,
রূপ, রস, গন্ধ, কায়,
নাহি তব, নিরাকারে ধাও নিরন্তর,
ত্বক্ গ্রাহ্য তুমি কিন্তু চক্ষু-অগোচর

৪

চক্ষু-অগোচর বটে, প্রকৃতি তোমার,
বড়ই বিস্ময়কর,
দেখি কিন্তু নিরন্তর,
মতি-গতি, সদাগতি, বিভিন্ন-প্রকার!
ক্ষণে ক্ষণে ভিন্নভাব ধর কত বার।

৫

কভু শান্ত—কভু ধীর—কখন আবার,
অশান্ত-প্রকৃতি-বলে,
জলধির নীল-জলে,
মিশিয়া সাধিছ মহা প্রলয় সঞ্চার,
বিনাশিয়া বিশ্ব-সৃষ্টি, একি ব্যবহার!

৬

অনল-বান্ধব তুমি ওহে সমীরণ!
অনলের গলা ধরি,
কত রঙ্গে প্রাণ ভরি,
কর ভস্মময় বিশ্ব তুমি হে কখন,
লঙ্কা-দগ্ধা মহাবীর-হনুর মতন।

৭

কভু কল্লোলিনী-বক্ষে পশি ফুল্ল-মনে,
নাচাও তাহার প্রাণ,
মিশায়ে আপন তান,

তালে তালে গাও গান তরঙ্গিণী-সনে,
ভাসায়ে জগৎ-প্রাণ সুধা-কল-স্বনে।

৮

কুসুমের কানে কানে কত কথা কও,
কত কি অস্ফুট-ভাষে,
শুনি তারা কত হাসে,
নিদ্রিত-কুসুম-দলে প্রভাতে জাগাও,
বহিয়া মৃদুল অঙ্গে কভুবা হাসাও।

তুমিই তাদের মান সতত বাড়াও,
ফুল-কুল-হৃদি-তলে,
পশি ধীরে কুতূহলে,
মধুর-সৌরভ রাশি বহিয়া বেড়াও,
জগৎ ভরিয়া তার গৌরব জানাও।

১০

কে জানিত নতু তার অন্তর সুন্দর ?
মরমেও মধু ঝরে,
প্রাণে প্রাণে সুধা ক্ষরে,
সৌন্দর্য্য হেরিয়া কভু মজিত কি নর ?
রুদ্ধ-নীর-নির্ঝরিণী কে করে আদর ?

১১

কখনো নাচাও ধীরে তরু-পত্র-দলে,
নাচাও সরসী-জল,
নাচাও কমল-দল,
আবার কখনো রোষি, টানিয়া সবলে।
দৃঢ়-করে তরু-শিরে লোটাও ভূতলে।

১২

অঙ্গারক হয়ে কর জীবন অঙ্গার,
কভুবা তোমার দাপে,
প্রাণ যেন সদা কাঁপে,
কভু হও কেন হেন বিষের আধার,
পলে পলে এ প্রকৃতি কেন হে তোমার ?

১৩

সিরক্কোর-বেশে কভু ভীম-মরুস্থলে,
পথ-ভ্রান্ত-পান্থ-জনে,
বধিছ পাষাণ-মনে—
পশি হৃদে নাসা-পথে মুহূর্ত্ত-মাঝারে ;
কুসুমে পশিয়া কীট দংশে যে প্রকারে।

১৪

আবার মুহূর্ত্তে তব প্রশান্ত-প্রকৃতি !
বল বল বল কেন,
তোমার এ ভাব হেন ?

সদাগতি, চিরদিন নহে সমগতি ?
কভু বল-শালী, কভু বিহীন-শকতি।

১৫

অনিল তোমারো যদি প্রলয়, বিলয়,
মোরা তবে ক্ষুদ্র প্রাণী,
কেন এত অভিমানী,
সত্যই কি ভবে তবে স্থির কিছু নয় ?
প্রতি দিন নয় পূর্ণ-শশীর উদয় ?

১৬

সুধা, বিষে মাখা নর তোমারি মতন !
কভুবা যতন করে,
কভুবা পরাণ হরে,
অসুর রাক্ষস কভু দেবতা কখন ;
মলয়, প্রলয় তুমি দুই (ই) সমীরণ !

১৭

মিছা নয় দধীচির কোমল শরীর,
কঠিন অশনি হয়,
কে জানে কিসে কি রয়,
কোমল, কঠিন কভু অস্থির, সুস্থির !
সবল, দুর্ব্বল কভু ভীরু, মহাবীর।

১৮

বুঝিয়াছি এ স্বভাব কেন হে পবন!
নরের শিক্ষার তরে,
বিভিন্ন-প্রকৃতি ধ'রে,
দেখাইছ গর্ব্বিতের গর্ব্বের পতন,
বিলয়, প্রলয়-কারী চণ্ড-সমীরণ!

সহেনা।

এক দিন শিরে মম বজ্রাঘাত ধরেছি,
বজ্রাঘাত ধরেছি;
অহির দংশনে আমি প্রাণে বেঁচে রয়েছি,
প্রাণে বেঁচে রয়েছি।
দারুণ-রোগের জ্বালা কত বার ভোগেছি,
কত বার ভোগেছি;
পাবকে পড়িয়ে পুড়ে প্রাণে প্রাণে বেঁচেছি,
প্রাণে প্রাণে বেঁচেছি
জলে ডুবে অচেতনে পুন প্রাণ পেয়েছি,
পুন প্রাণ পেয়েছি;
অনাহার, অনিদ্রায় কত বার রয়েছি,
কত বার রয়েছি।

বৈরিসহ বিবাদেতে কত দুঃখ পেয়েছি,
কত দুঃখ পেয়েছি;
কত হতাশার শোক পোড়া-প্রাণে সয়েছি,
পোড়া-প্রাণে সয়েছি।
কত ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, শীলা শিরে ধরেছি,
শীলা শিরে ধরেছি ;
উপকারে অপকার হেসে হেসে লয়েছি,
হেসে হেসে লয়েছি।
সহিয়াছি পোড়া-প্রাণে যত আছে যাতনা,
যত আছে যাতনা ;
নিন্দুকের মিথ্যা-নিন্দা প্রাণে শুধু সহেনা,
প্রাণে শুধু সহেনা।

সেদিন।

সেদিন দেখেছি যথা রাজ-নিকেতন,
আজি দেখি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ !
সেদিন দেখেছি হাসি বদনে যাহার,
আজি দেখি বিষাদের কালিমা সঞ্চার।
সেদিন যে নেত্রে ছিল প্রেমাশ্রু তরল,
আজি দেখি সে নয়নে দুঃখ-অশ্রুজল।

সেদিন দেখেছি যার সাম্রাজ্য বিশাল,
আজি দেখি সে ভূপতি পথের কাঙ্গাল।
সেদিন যে দেহে ছিল রাজ-আভরণ,
আজি সেই নগ্ন-দেহে করে বিচরণ।
সেদিন দেখেছি যারে যোগী যোগে রত,
প্রকৃত-সংসারীরূপে আজি পরিণত।
সেদিন দেখেছি যারে মহা বলীয়ান্,
আজি সেই মহারোগে আকুল-পরাণ।
সেদিন দেখেছি শত দাস-দাসী যার,
আজি সে দাসত্ব-তরে ফেরে দ্বারে দ্বার।
সেদিন যে শিশু ছিল অস্ফুট-বদন,
আজি সে পলিত-কেশ স্খলিত-দশন।
সেদিন যাহারা ছিল এক প্রাণ-মন,
আজি দেখি পরস্পর মৃত্যুর কারণ।
সেদিন দেখেছি যথা নৃত্য, গীত, হাসি,
আজি তা' উজাড়-ভিটা উড়ে বালি-রাশি।
সেদিন যে দেহ ছিল চন্দন-চর্চ্চিত,
আজি পূঁতিগন্ধময় সবার ঘৃণিত।
সেদিন দেখেছি যার সাধু-ব্যবহার,
আজি দেখি সেই ঘোর-দস্যু দুরাচার।
সেদিন দেখেছি যারে ধার্ম্মিক-প্রধান,
আজি দেখি সেই জন নারকি-সমান।

সলিলে অনল হেরি, অমৃতে গরল,
বুঝিলাম সংসারের সকলি চঞ্চল।

ক্ষুদ্র।

ক্ষুদ্রকে যে ক্ষুদ্র ভাবে সেই ক্ষুদ্র ভবে,
ক্ষুদ্রের সমষ্টি বড় উন্নত বিভবে।
ক্ষুদ্র-বারি-বিন্দু লয়ে বারিধি বিশাল.
সময়ের অণু-যোগে কত বর্ষ কাল।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু-রেণু সৃজিয়াছে ভবে,
লোক-পূর্ণ, অতুলিত, সুসজ্জিত সবে।
ক্ষুদ্র-নক্ষত্রের পথ ছায়া-পথ নভে,
ক্ষুদ্র-ফল শোভিতেছে অনন্ত-সৌরভে!
ক্ষুদ্র-অগ্নি-কণা এক মুহূর্ত্ত-মাঝারে,
নাশে বিশ্ব প্রলয়ের ভীষণ-আকারে।
ক্ষুদ্র-বাষ্পকুল বক্ষে জীমূত গম্ভীরে,
ঝরে মরি জলদল ঝর্ ঝর্ ঝরে।
তাই চাই ক্ষুদ্র হতে এ বিপুল-ভবে,
বড় যদি হতে চাও, ক্ষুদ্র হও তবে।

কে না চায় ?

নদী কিনা চায় কভু জলধিতে মিশিতে ?
কোকিল কি নাহি চায় সুবসন্তে গাইতে ?
ভক্ত কিনা চায় কভু দেব-পদ পূজিতে ?
নিশি কিনা চায় পূর্ণ-শশধর হেরিতে ?
পিপাসু না চায় কভু জল-পান করিতে ?
ক্ষুধাতুর চায়না কি সুধা-ভোজ্য খাইতে ?
শিশু কিনা চায় কভু মাতৃ-কোলে যাইতে ?
কে না চায় সুখময়-স্বর্গ ধামে পশিতে ?

অবিশ্বাস

সুদূর-প্রান্তর-পাশে যেই স্রোতস্বতী,
তর তর তর বেগে আপনার মনে,
যাইছে সাগর-পানে মৃদু-মন্দ-গতি,
ক্ষুদ্র-বীচি-মালা বক্ষে লইয়া যতনে।

২

ভেবেছিল কে তাহারে, সময়ে আবার,
ভীষণ-আবৰ্ত্তময়ী ভীম-মূৰ্ত্তি ধরি,
গ্রাসিবে নগর, বন, সুরম্য-আগার,
বিস্তারি উত্তালময় অগণ্য-লহরী।

৩

ওই যে বহিছে মৃদু মলয়-পবন,
কাঁপাইয়া ধীরি ধীরি তরু-পত্র-দল,
সময়ে প্রচণ্ড-মূৰ্ত্তি করিয়া ধারণ,
নাশে সে ঝটিকারূপে বিশ্ব-ভূমণ্ডল।

৪

ক্ষীণ-অগ্নি-কণা—তাও বাতাসের বলে,
সহস্র-নগর, গ্রাম, করে ভস্মময়;
এতই অসীম-শক্তি তার ধরাতলে!
বিন্দু-বারি-পাতে যার অস্তিত্ব বিলয়।

৫

সামান্য-বিদ্যুৎ শুধু মুহূর্ত্তেক তরে—
চক্ষে ধাঁধাঁ দিয়া মেঘে লুকায় বদন,
আবার সে ভীমতম-বজ্ররূপ ধ'রে,
ভীম-নাদে নাশে কত জীবের জীবন।

৬

অচল-পাষাণো কভু উগারি অনল,
উগারি কর্দ্দম-রাশি গম্ভীর-হুঙ্কারে,
করে ভস্ম, কাদাময় কত রাজ্যস্থল,
কত দেশ, জনপদ দেয় ছারখারে।

৭

প্রকৃতির এইরূপ বিভিন্ন-ব্যাভার,
পদে পদে অবিশ্বাস, কখন কি হয় ?
কখন কি ভাব ধরি' অনন্ত-অপার—
কে জানে কেমনে করে সৃজন বিলয় ?

৮

কি বিশ্বাস নরে তবে সকল সময় ?
ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে প্রকৃতি যাহার,
সতত-চঞ্চল যেই অস্থির-হৃদয় ?
পদ্ম-পত্রে নীর যথা টলে অনিবার।

৯

কি বিশ্বাস মানবেরে ? কালি যারে হায়,
ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য শান্ত-শুদ্ধ-চিত—
দেখেছি, আজি সে কত হীন-ব্যবসায়—
সাধিছে সমাজ-বক্ষে চিন্তার অতীত।

১০

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সাধু, সদাশয়;
বলিয়া বিশ্বাস ছিল যারে মনে মনে,
ওই দেখ রাজ-দ্বারে সে নীচ-হৃদয়,
অর্থ খেয়ে মিথ্যা-সাক্ষ্য দিতেছে কেমনে

১১

দানে দাতাকর্ণ সম ছিল যারে জ্ঞান,
দেখ দেখ আজি সেই নিষ্ঠুর-পামর,
ধন-লোভে কত শত অনাথের প্রাণ,
বিনাশিছে অকাতরে চক্ষের উপর।

১২

বিধি-সৃষ্ট-বিশ্ব যবে অবিশ্বাসময়,
রাজধানী আজি, কালি সাগর খেলায়,
বিশ্বাস ক'রনা তাই মানব-হৃদয়,
আজি যেই মিত্র, কালি শত্রু পুনরায়।

বিদ্যা ।

১

বড় সুধাময় বিদ্যা, নামটী তোমার !
　　শুধু কি নামেতে তুমি,
　　সবার আরাধ্য-ভূমি,
গুণে অগ্রগণ্য তুমি প্রধান সবার,
ধন, জন, বিত্তরাশি সকলি অসার ।

২

তোমার পরশে অন্ধ, জ্ঞানের নয়নে,
　　দেখে বিশ্ব-চরাচর,
　　যথা, যা' বিস্ময়কর,
বধির শ্রবণ করে, মূকে কথা কয়,
পঙ্গু জানে ত্রিলোকের কোথা কিবা হয় !

৩

শুনেছি পরশ-মণি, পরশি অয়স—
　　সুবর্ণ-সুবর্ণ হয়,
　　অয়সত্ব নাহি রয়,
তেমতি পরশে তব মূর্খ, জ্ঞান-হীন,
পণ্ডিত-পদবী পায় কত দুঃখী, দীন ।

৪

তোমার পরশে নর, চপলা চঞ্চল,
অনায়াসে আনে ধ'রে,
বদ্ধ রাখে অকাতরে,
খাটায় ভৃত্যের মত যা' ইচ্ছা যখন,
প্রভুর আদেশ পালে প্রভু-পরায়ণ।

৫

অপার-করুণা তব, তোমার কৃপায়,
রজনীর তম নাশি,
কোটি-শশী পরকাশি,
বিমল-আলোক-স্রোতে ভাসায় নগর,
দিবায় আলোকে ধরা যথা দিবাকর।

৬

যে ভাবে যে ডাকে তোমা যাও তার কাছে,
নাহি মান, অপমান,
নাহি মনে অভিমান,
ধনী হোক্, দীন হোক্ সবারি সদনে,
গতি-বিধি নিরন্তর অম্লান-বদনে।

৭

দীন প্রতি দয়া তব দেখি সমধিক,
লক্ষ-পতি-হর্ম্ম্য-তলে,
যাও কই কুতূহলে ?

রাজা ছেড়ে, দীনে তুমি কর আলিঙ্গন,
মুক্তির, শক্তির হেতু তুমি একজন।

৮

সাক্ষী রত্নাকর, সাক্ষী ব্যাস, কালিদাস,
কীর্ত্তিবাস-কৃত্তিবাস,
সাক্ষী তার কাশীদাস,
ভারতে ভারতচন্দ্র প্রকৃষ্ট-প্রমাণ,
বর্জ্জিল, হোমার, পোপ্ কত মতিমান্।

৯

কল্পনায় কল্প-তরু শুনেছি যে নাম,
সে নাম তোমার জানি,
জন-শ্রুতি সত্য-বাণী,
বিদ্যা নামে কল্প-তরু আছে ভব-ধাম,
যাচক তোমার কাছে সদা সিদ্ধ-কাম।

১০

চাও দেবি, দয়াবতি, অধমের পানে!
তব পদ-কোকনদে,
ডুবিয়া ভকতি-হ্রদে,
থাকে যেন মতি-গতি সতত তাহার,
এই বর দাও দেবি, সন্তানে তোমার।

ক্রোধ।

১

করিয়াছ ক্রোধ, তুমি কত অত্যাচার!
করেছ কানন কত রাজ-নিকেতন,
কত পিতা, মাতা, পুত্র করেছ সংহার,
করিয়াছ কত জনে চির-নির্ব্বাসন।

২

ধার্ম্মিকের পাপে পূর্ণ করেছ অন্তর,
গড়িয়াছ নরকের সুগম-সরণি,
অমরের নাম তুমি করেছ পামর,
যশস্বীর অপযশে পূরেছ ধরণী।

৩

হুতাশন, তব তরে যদি সর্ব্বাশন,
চক্রধর চক্রধারী, হলধর হল,
ভুবন-বিনাশকারী মলয়-পবন,
বসুমতী ধরে যদি ভূকম্পের ছল,—

৪

অধীর যদ্যপি শিব, যাদব, বাসব,
কেমনে মানব-প্রাণে রবে তবে জ্ঞান?
দেবের অদম্য তুমি উৎসবে আহব,
ধন্য সে মানবে, যা'তে নাহি তব স্থান।

মহাজন।

বিতরে কি রবি কভু আলোক, আঁধার ?
সত্য বিনা মিথ্যা কথা নাহি মুখে যার,
কেবল বসন্তে করে কোকিল কূজন,
সভাতেই বলে যেই উচিত বচন,
হাসে চাঁদ রাহু-মুখে পতিত যখন,
বিপদে বিষাদ-হীন সতত যে জন,
অবনত ফলবন্ত পাদপ-নিচয়,
আপনি বিনীত যেই যবে অভ্যুদয়,
প্রবল-তরঙ্গ স্রোত ফিরাইতে নারে,
পরাঙ্মুখ নহে যেই শত্রুর প্রহারে,
অনিল পুড়িয়া রাখে, অনল জীবন,
প্রাণ দেয় যেই জন বন্ধুর কারণ,
চুম্বকের আকর্ষণ যেরূপ লোহায়,
সেরূপ নিয়ত যার আসক্তি বিদ্যায়,
মিষ্টভাষী, মিতাচারী, ধর্ম্মপরায়ণ,
মনুজ-সমাজে শুধু সেই মহাজন।

প্রিয়।

নীরব-নির্জ্জনে গেলে মন যারে চায়,
ইহকালে, পরকালে সঙ্গে যেবা যায়।
বিপদে, সম্পদে মম সদা যে সহায়,
করুণা বিতরে যেই বিনা যাচনায়।
কেবল আমার তরে করিয়া যতন,
রচেছে যে রবি, শশী, বায়ু, হুতাশন।
খাদ্য-দ্রব্য, ফল, জল, নন্দন-চন্দন,
যাহা কিছু প্রয়োজন করেছে সৃজন।
রণে, বনে, রক্ষা করে সৈনিকের প্রায়,
পলেক অভাবে যার, এ জীবন যায়।
গালি দি' বা নিন্দা করি তবু তুষ্ট রয়,
সর্ব্ব গুণাধার যেই দীনে দয়াময়।
রক্ত, মাংসে, রোমে, হাড়ে মাখা যে আমার,
আমার কুশল তরে সদা মন যার।
চর্ম্ম-চক্ষু নাহি হেরে যাহারে কখন,
মনে মনে ধ্যানে যার পাই দরশন।
ত্রিলোকের ত্রাণকর্ত্তা, শমন-দমন,
সেই সে আমার প্রিয়, পতিত-পাবন।

মানব-মানচিত্র।

১

মানবের মানচিত্র কে দেখিবি আয় রে!
বিচিত্র-চিত্রিত-চিত্র কিবা শোভা পায় রে!
মরি কি অপূর্ব্ব ছবি,
কোন্ চিত্রকর, কবি,
চিত্রিল বিবিধভাবে জ্ঞান-তুলিকায় রে!
কত বন, উপবন,
গিরি, নদী অগণন,
কত মাঠ, ঘাট, বাট, গণনা কি যায় রে!
সাগর, নগর, গড়, গ্রাম, গৃহ তায় রে!

২

নানা রঙ্গে নানা স্থানে শোভিত সুন্দর রে!
কোথা ভীম-মূর্ত্তি হেরি শিহরে অন্তর রে!
কোথা শোক, কোথা সুখ,
কোথা অশ্রু, কোথা দুখ,
কোথা হাসি, কোথা কান্না তাহে নিরন্তর রে!
কোথা লজ্জা, কোথা ভয়,
কোথা হিংসা অভিনয়,
কোথা পাপ, কোথা পুণ্য, কোথা সমাদর রে!
কোথা ধর্ম্ম, কোথা জয়, অধর্ম্ম বিস্তর রে!

৩

কোথা স্নেহ,ভালবাসা, কোথা বা সম্মান রে !
কোথা প্রীতি, কোথা দয়া, কোথা অভিমান রে !
কোথা শান্তি নিরন্তর,
কোথা ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কোথা কাম, কোথা লোভ, কোথা ভক্তি, দান রে !
কোথা মুক্তি, কোথা শুচি,
কোথা শ্রদ্ধা, অভিরুচি,
কোথায় বাসনা, আশা, কোথা অপমান রে !
কোথা ঘৃণা, কদাচার, পদে পদে মান রে !

৪

মানবের মানচিত্র বিচিত্রতাময় রে !
কত দৃশ্য আছে তার কে করে নির্ণয় রে !
কোথা দস্যু দুরাচার,
রতন-ভাণ্ডার কার,
লুঠিছে সর্ব্বস্ব, তায় করি নিরাশ্রয় রে !
আবার কেহ বা কার,
অর্থ লোভে অনিবার,
গলায় দিতেছে ছুরি নির্ভয়-হৃদয় রে !
পদে দলি অকাতরে দয়া, ধর্ম্ম, ভয় রে !

৫

অবিরল-রক্ত স্রোতে কোন স্থান হায় রে !
ভাসমান খরধারে রক্তগঙ্গা প্রায় রে !

কোথা মৃত সৈন্যগণ,
পড়ে আছে অগণন,
অৰ্দ্ধমৃত-সৈন্য কোথা পড়িয়া ধরায় রে!
কাটা-মুণ্ড স্তূপাকারে,
পড়ে আছে চারি ধারে,
আহত-সৈনিক শত ভীম-যন্ত্রনায় রে!
ভীষণ-চীৎকারে হায়, মেদিনী কাঁপায় রে!

৬

কোথা আত্মহত্যা ঝোলে বিটপি-শাখায় রে!
কোথা কেহ প্রভু-বক্ষে ছুরিকা বসায় রে!
সূচ্যগ্র মেদিনী তরে,
কেহ কার প্রাণ হরে,
কেহ কার বধে প্রাণ সামান্য কথায় রে!
কোথা কত ভাই ভাই,
অবিরত ঠাঁই ঠাঁই,
কোথা কত পিতৃ-হন্তা, মাতৃ-ঘাতী তায় রে!
পাশব-ব্যাভারে প্রাণ নরকে ডুবায় রে!

৭

আবার কোথাও হের প্রীতির বন্ধনে রে!
প্রাণে প্রাণে মিশামিশি সুখের ভবনে রে!
নাহি তথা হিংসা, দ্বেষ,
অশান্তির নাহি লেশ,

প্লাবিত সে স্থান যেন সুধা বরিষণে রে!
পতি-প্রাণে সতী-নারী,
ঢালে প্রীতি-সুধা-বারি,
পূত করি অবিরত পবিত্র-জীবনে রে!
ক্ষুদ্র স্বর্গ-রাজ্য যেন পার্থিব-ভুবনে রে!

৮

কোথায় শ্মশান-বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলে রে!
পাপিনী-ডাকিনী-দল নাচে দলে দলে রে!
পতি-শোকে কাঁদে সতী,
হইয়া অনন্যগতি,
বন্ধুর বিহনে কেহ ভাসে অশ্রু-জলে রে!
এ দিকে কেহ বা হাসে,
কত কিবা নব-আশে,
নব-দম্পতীর ওই সুচিত্র-যুগলে রে!
প্রীতি-স্রোত অবিরল মৃদু মন্দ চলে রে!

৯

কোথা কত রাজা বসি রত্ন-সিংহাসনে রে!
পুত্র-সম প্রজা-পুঞ্জে পালিছে যতনে রে!
কোথা কোন নরপতি,
অর্থ লোভী দুষ্টমতি,
প্রজা-রক্ত চুষি খায় নিরদয় মনে রে!

কেহ রাজা, প্রজা কেহ,
দীন-দুঃখী, ক্ষীণ-দেহ,
কেহ রাজ-ভোগে রুষ্ট, কারো বা জীবনে রে!
দিনান্তে শাকান্ন কভু জুটে না বদনে রে!

১০

কোথাও বিজন-বনে যোগী রত ধ্যানে রে!
ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে দেখে ভগবানে রে!
কোথা বা সুকবিগণ,
(প্রফুল্ল-পরাণ-মন,)
কল্পনার রথে চড়ি যাইছে বিমানে রে!
সুখী কত সুধীগণ,
শাস্ত্র পাঠে নিমগন,
ভাসে কত মধুরিমা কমল-বয়ানে রে!
কত চিত্র মনোহর শোভে কত স্থানে রে!

১১

কার মন-উপবনে ভালবাসা-ফুল রে!
কার হৃদে কাম, ক্রোধ বন্য-পশু-কুল রে!
কার মনে হিংসা, দ্বেষ,
কেহ ভাবে পরমেশ,
পরের ব্যথায় কার পরাণ ব্যাকুল রে!
কেহ পর-প্রপীড়নে,
সদা সুখ পায় মনে,

সতের দুর্দ্দশা হেরি আনন্দ অতুল রে !
কেহ বা শত্রুর দুঃখে কাঁদিয়া আকুল রে !

১২

মানবের মানচিত্র বিচিত্র-দর্শন রে !
তোমার আমার মত নহে অন্য জন রে !
বিভিন্ন মানবগণ,
বিভিন্ন আকার, মন,
তুমি যাহা, আমি তাহা নহি কদাচন রে !
আমি যাহা ভালবাসি,
তাহাতে তোমার হাসি,
তব প্রিয় ধন মম ঘৃণার কারণ রে !
মানবের মানচিত্র বিচিত্র-দর্শন রে !

অনুরাগ।

রবির প্রখর-করে, কমল কি ভয় করে ?
হিমাংশুর হিমে কভু কুমুদ কি ডরে রে !
সূর্য্যমুখী সারা দিন, ঘুরে ঘুরে তনু ক্ষীণ
তপন-তাপের জ্বালা সহেনা কি অন্তরে ?
আছে কত নদী, নদ, সরসী, সাগর, হ্রদ,
তার জলে তৃপ্ত কই চাতকের প্রাণ রে !

তবু ভিজে বৃষ্টি জলে, সতত সে কুতূহলে,
ধারা-জল (ই) সদা তারে করে সুধা-দান রে!
অনলে পুড়িতে হয়, জেনেও পতঙ্গচয়,
সে অনলে কোল কভু দেয় না কি সাদরে?
সদা যিনি হৃদি-স্থলে, সে বিভুর পদ-তলে,
ঢালিতে পরাণ, মন, সদা কেন শিহরে?

মঙ্গল।

দাতার মঙ্গল যদি দুঃখি-জন পায়,
কৃপণের সুমঙ্গল না চাহিলে তায়।
মিথ্যা, বঞ্চনায় শুধু পাপীর মঙ্গল,
মঙ্গল গরল সহ মিশিলে গরল।
চোরের আঁধার-নিশি মঙ্গল ঘটায়,
সাধুর মঙ্গল যদি সৎসঙ্গ পায়।
শত্রুতা মঙ্গল মিত্রে যদি অবিশ্বাস,
শত্রুর মঙ্গল যদি কাটে লজ্জা-পাশ
শোকার্ত্তের নিদ্রালাভ বড়ই মঙ্গল,
পান্থের মঙ্গল পথে পেলে তরুতল।
রাজার মঙ্গল যদি প্রজা তুষ্ট রয়,
প্রজার মঙ্গল রাজা হইলে সদয়।

চাষীর মঙ্গল যদি বর্ষে ধারা-জল,
দয়াশীল হলে প্রভু, ভৃত্যের মঙ্গল।
যোগীর নির্জ্জনে-বাস মঙ্গল কেবল,
মূর্খের জীবন চেয়ে মরণ মঙ্গল।

মন।

ওরে অকৃতজ্ঞ-মন, কেন ভুল তাঁরে ?
দিয়াছেন যেই জন চেতনা তোমারে।
কেন মুখে নাই সেই মধুময়-নাম ?
যে নাম লইলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
কেন না ভাবিস্ মনে তাঁরে সদাকাল ?
ক্ষণেক ভাবিলে যারে না পরশে কাল।
কেন না হেরিস্ তাঁরে জ্ঞানের নয়নে ?
দূরে যায় মৃত্যু-ভয় যাঁর দরশনে।
কেন রে মনের কথা না বলিস্ তাঁরে ?
জানেন যে জন যবে যা' ঘটে সংসারে।
কেন না করিস্ মন, তাঁহারে স্মরণ ?
না ভুলেন যিনি তোরে বিপদে কখন।
কেন না তাঁহার সনে করিস্ প্রণয়,
অন্তরে, বাহিরে যিনি, যিনি প্রাণময়।

মন রে, কি ভয় যেতে তাঁহার সদন,
দয়ার আধার যিনি মৃতের জীবন।

পাপের প্রলোভন।

বড়িশে গাঁথিয়া টোপ্ লাল টুক্ টুক্,
মানব, যেমতি তুমি মৎস্য-জলচরে
ভুলাইছ, সেইরূপ করিছে কৌতুক—
পাপদল, তব সহ সংসার-সাগরে।

পাপ-প্রলোভনে ভুলি হারায়েছ সব,
হারায়েছ উচ্চ-ভাব-আশা সমুদায়,
শান্তি, প্রেম, পবিত্রতা, রতন-বিভব,
দিয়াছ সকলি ঢালি পাপ-পদে হায়!

আরো দিবে যাহা আছে, দিবে সমুদায়,
সাবধান হও তাই থাকিতে সময়,
অমূল্য-জীবন তব যায়—যায়—যায়!
দিওনা হৃদয়ে কভু পাপেরে আশ্রয়।

বিচার।

১

বিচার, তোমার ওই নামটী শ্রবণে,
প্রাণে যেন কিবা এক, বলিব কেমনে ?
ভাবের তরঙ্গ ছুটে,
উঠে পড়ে, পুন উঠে ;
শুকায় অন্তর-আত্মা, হৃদয় শুকায়,
চ'খে, মুখে ভীতি-বহ্নি ফেটে পড়ে হায় !

২

যে যেখানে ভাল মন্দ, পাপ পুণ্যচয়,
সুকৃতি দুষ্কৃতি, প্রীতি ভীতি-অভিনয়,—
করুক অজ্ঞাতসারে,
গোপনে নির্ভয়াগারে,
সবি যেন তব দীর্ঘ-নিশ্বাসের টানে,
দূর হতে আসে দ্রুত তব সন্নিধানে।

৩

কি যে বৈদ্যুতিক-শক্তি হৃদয়ে তোমার,
অজ্ঞান-মানব মোরা কি বুঝিব তার ?
অথবা কি মন্ত্রবলে,
যথা যা, এ বিশ্বতলে,
সাধিত হতেছে, তুমি জান সমুদয়,
সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি সকল সময়।

৪

বিজন-বিপিনে কিম্বা গিরি-গুহাতলে,
ভূগর্ভ-মাঝারে, শূন্যে, সলিলে, অনলে,
নিদ্রিতে কি জাগরণে,
সাবধানে, সঙ্গোপনে,
দিবায়, নিশায় মোরা যা' করি যখন,
চক্ষের উপরে যেন ভাসে অনুক্ষণ।

৫

জান তুমি হৃদে মম সুধা কি গরল,
আমি ত না জানি মম পাপের কি ফল ?
পরাণে নাশিলে পরে,
জানি না কি হবে পরে,
ভাবি, গোপনের পাপ সদা অপ্রকাশ,
ফলে না পাপের ফল, অটল-বিশ্বাস।

৬

তা' নয় বিচার, তুমি জান সমুদায়,
পরের বধেছি প্রাণ, বধিবে আমায়।
যে যেমন কর্ম্ম করে,
সেই ফল পায় পরে,
কেবল তুমিই জান যথা বিধাতায়,
তাই পাপ, প্রবঞ্চনা ঢাকা নাহি যায়।

সে দিন না অন্ধকারে নিশীথ-f
রুদ্ধ করি কক্ষ-দ্বার নীরবে, গোপনে,
করেছি যে কত পাপ,
সহিতেছি তার তাপ,
আশ্চর্য্য, জানিলে তুমি জানি না কেমনে,
দেখে নাই যাহা রবি, শশী, হুতাশনে।

৮

দেখিতে না পায় যবে মানব-নয়ন,
সমস্ত সংসার যবে অন্ধের মতন।
তখনি পাপাত্মাগণ,
করে পাপ আচরণ,
তাহাও দেখ যে তুমি বিচিত্র লোকন!
কি তব নয়নে, যেন সর্ব্বজ্ঞ-নয়ন।

৯

প্রতিদিন কত পাপ, ভাবি মনে মনে,
ভস্ম করি পর-পুরী অনল-দাহনে,
কভু ভাবি চুরি করি,
কিম্বা পর-প্রাণ হরি,
মিথ্যা ভাষে বাঞ্ছা কভু বঞ্চনা করিতে,
একটীও তব তরে পারি না সাধিতে।

১০

জ্ঞান-জ্যোতি সমুজ্জ্বল ন্যায়দণ্ড করে,
ফিরিছ ঘুরিছ তুমি বিশ্ব চরাচরে।
ছোট বড়, ধনী দীন,
পণ্ডিত কি জ্ঞান-হীন,
সমভাবে ন্যায়দণ্ড দীপ্ত-দিনকর,
চালাও সতত স্থির সবার উপর।

১১

আত্মপর ভেদাভেদ দেখিতে না পাই,
পক্ষ টানি কারো প্রতি ক্ষমা, দয়া নাই!
ন্যায়ের উজ্জ্বল ভাতি,
কিবা দিবা কিবা রাতি,
জ্বলিছে সমান, তার উজ্জ্বল-আভায়,
পাপের আঁধার রাশি সব মুছে যায়।

১২

স্বার্থপর উপকারী, নির্দ্দয় সদয়,
কৃপণ সে দাতা, লোভী লোভ-হীন হয়।
শুধু তোমা ক'রে ভয়,
চোর সাধু সদাশয়,
পাপিষ্ঠ ধার্ম্মিক, দস্যু দুর্ব্বলের বল,
মিথ্যাবাদী সত্যভাষী, কুটিল সরল!

১৩

তুমি যথা, জ্বলে তথা পাপের হৃদয়,
সত্যের আনন্দ তথা ধর্ম্মের বিজয়।
দাতার দীনতা নাশ,
কৃপণের হা হুতাশ,
দুর্ব্বল সবল হয়, দস্যুর নিধন,
জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রাসনে, দুষ্টের পতন।

১৪

বিচারক যদি কভু রত অবিচারে,
তাহারো নিস্তার নাই এ ভব-সংসারে।
ন্যায়দণ্ড সঞ্চালনে,
কত অবিচারিগণে,
নরকের অগ্নি-কুণ্ডে করিছ ক্ষেপণ,
পাপীর তাড়ন-কর্ত্তা তুমি এক জন।

পাপের ফল।

১

বল বল সহদেব, পাণ্ডুর কুমার!
স্বর্গপথে যেতে কেন পতন তোমার?
যুদ্ধে পরাজিত নও,
তবে কেন পড়ে রও,
কি আছে অজেয় যার নাই প্রতিকার?
নাই প্রতিকার ভবে সম্ভবে কখন?
সমরে বিজয়ী জন,
অকারণ অচেতন,
কেন কেন বল তবে হেন দুর্ঘটন?
বুঝিয়াছি মিছা নয় শাস্ত্রের বচন,—
বীর কিম্বা হও প্রভু,
পাপে না ছাড়িবে কভু,
জীবনে ক'রেছ কভু সত্যের গোপন,
তাই সে স্বর্গের পথে তোমার পতন।

২

নকুল, তুমিও কেন হলে অচেতন?
জানি আমি নিষ্পাপীর নাহিক পতন।
তুমিও করেছ পাপ,
তাই হেন পরিতাপ,

সোদরের সহায়তা করনি' তখন,
কর্ণ-শরে যুধিষ্ঠির ব্যথিত যখন।
তাই সে তোমার হায়,
অর্দ্ধপথে প্রাণ যায়,
সশরীরে নয় তাই স্বর্গ দরশন।
পরশিল গাণ্ডীবী হে তোমায় শমন,
ভুবন-বিজয়ী বীর,
রহিতে নারিলে স্থির,
তোমার জন্মিয়াছিল পাপ-প্রলোভন,
স্ত্রীবাক্যে অবজ্ঞা জ্যেষ্ঠে করেছ কখন

৩

মহাযোদ্ধা মহাবল অসীম-সাহস,
একি দেখি ভীমসেন, তুমিও অবশ ?
ভীষ্মের অব্যর্থ-বাণে,
ভীত নাহি হলে প্রাণে,
বধিয়া সে দুর্য্যোধনে রাখিয়াছ যশ ;
তোমায় করেছে নাকি কলুষ পরশ ?
বীরত্বের অভিমানে ;
ধরা দেখ তুচ্ছ জ্ঞানে,
তাই সে' পাপের ফল ফলিল এখন।
বলী দেখে পাপ নাহি করে পলায়ন।

সত্যই সত্যই তবে,
এক দিন হবে হবে,
ধনী-জন-দৌরাত্ম্যের অবশ্য দমন,
সত্য সত্য আছে তবে পাপের পীড়ন ?

৪

যুধিষ্ঠির, তব কেন অন্ধ দুনয়ন ?
পুণ্যফলে স্বর্গে এসে কেন জ্বালাতন ?
অসংখ্য পুণ্যের কাজ,
করিয়াছ মহারাজ,
কেন তবু আজি হায়, না পাও দর্শন ?
তুমিও করেছ নাকি পাপ আচরণ ?
তুমিও কি মিথ্যাকথা,
ব'লে দ্রোণে দিলে ব্যথা,
তা'না হলে এ দুর্দ্দশা কেন হে রাজন্ !
কণিকা গোমূত্রে নষ্ট দুগ্ধ শত মণ।
সামান্য পাপের দায়,
জীবন বিফলে যায়,
ক্ষুদ্র ছিদ্রে জলজান সাগরে মগন,
ক্ষুদ্র পাপে বড় তাপ, সত্য এ বচন।

বালীর উক্তি।

১

তারার সে ভাবি-বাণী ফলিল নিশ্চয়,
লঙ্ঘিয়া সতীর কথা,
হৃদয়ে বজ্রের ব্যথা,
বাজিছে; আমার মৃত্যু অন্যথা না হয়।

২

বসন্ত মলয়ানিলে কে জানে প্রলয়,
সুগন্ধি গোলাপ-সনে,
কে জানিত সঙ্গোপনে,
তক্ষকের বিষদন্ত লুক্কায়িত রয় ?

৩

শরতের শশাঙ্কের এত যে কলঙ্ক,
দেখে না বিশ্বাস হয়,
রাম এত নিরদয়,
কৌস্তুভে শোভিত নয় গোপালের অঙ্ক ?

৪

রত্নাকরে হলাহল কে বিশ্বাস করে ?
দেবের অজ্ঞাত যাহা,
কেমনে বুঝিব তাহা,
কেমনে বুঝিব লক্ষ্মী দারিদ্র্য বিতরে ?

৫

মণি-গর্ভে ফণী জন্মে বুঝিব কেমনে ?
দশরথ মহাত্মার,
হেন পুত্র দুরাচার,
জীবনে বিশ্বাস নয়, নয় রে স্বপনে।

৬

ক্ষত্রাধম, নরাধম নহে ত শ্রীরাম,
জিতেন্দ্রিয় জানি যারে,
সে কেন এ অত্যাচারে,
শাখামৃগ বধে ? মৃগ বধে যে বিরাম।

৭

জানি আমি শ্রীরামের রূপ বিমোহন,
আকৃতি যেমন যার,
প্রকৃতি তেমন তার,
সুন্দর শশাঙ্ক নয় শঙ্খের মতন।

৮

কেন আজি দেবতার হ'ল এ বিকার ?
আমি যে মরিয়া যাই,
তাতে কিছু দুঃখ নাই,
শুন রাম, এ কলঙ্ক রটিবে তোমার।

৯

বিধাতা বিবেক-হীন, মিছা কথা নয়,
শশধর কলঙ্কিত,
কমল সে কণ্টকিত,
বধিল নির্দ্দোষ বালী, রাম দয়াময়।

হাসি।

১

বড় ভালবাসি হাসি, সতত তোমায়,
নিরখি যখন—
শিশুর রক্তিমাধরে, নাচ, দোল প্রীতি-ভরে,
ক্রীড়া কর কত রঙ্গে বিমল, তরল;
স্ববর্ণে, হীরক যথা করে ঝল মল।

২

পাশরি সংসার-জ্বালা, শোক, তাপ যত,
মুহূর্ত্তে তখন।
তাই বড় ভালবাসি, বিনিময়ে সুধা-রাশি,
শিশুর সরল-হাসি চিত্ত-বিনোদন,
নিরখি কার্ না বল জুড়ায় নয়ন?

৩

ঊষার বিমল-বুকে ফুটে থাক যবে,
মানস-মোহন !
মধুময়-ফুল-দলে, নাচ তুমি কুতূহলে,
ঢল ঢল পরিমল সৌরভ-সাগর ;
বড়ই নির্ম্মল, হাসি, তোমার অন্তর !

৪

দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়া মস্তকে,
ভক্তি-সহকারে,
ফুল-দল ভর করি, দেবতার পদে পড়ি,
শিখাও মানবে সদা ভক্তি-প্রীতি-দান ;
ধন্য হাসি, ভবে তুমি শিক্ষার নিদান !

৫

হাসিভরা চাঁদে মোরা বলি পূর্ণচাঁদ,
মরি কি সুন্দর !
শুধু কি চকোর হাসে, হেরিয়া পুলকে ভাসে,
দেবতা, দানব, নর হাসিতে পাগল ;
বিশ্বরাজ্যে হাসি, তুমি সুখের সম্বল।

৬

হাসিমাখা-তারাদল নীল-নভস্তলে,
মরি কি উজলে !
তোমারি তরল-বিভা, পেয়ে তারা হাসে কিবা,

হাসায় ভূতল, স্বর্গ, কানন, অচল,
হাসিতে মুকুতা ঝরে বিমল, উজ্জ্বল।

৭

কোথা সুখ, কোথা শান্তি, হাসি-হীন-মুখে?
জীবন বিফল!
হৃদয় তাহার শুধু, দিবা নিশি করে ধূধূ—
বারি-শূন্য-মরু যথা ভীষণ কেবল,
মানব-জীবন তার বিফল,—বিফল!

৮

এসেছি জগতে হায়, কাঁদিতে—কাঁদিতে,—
হাসিব এবার,
হাসিতে হাসিতে ভবে, হাসাব হাসাব সবে,
দুই হাতে অশ্রু-জল মুছায়ে সবার,
গলাগলি ধরি হাসি, হাসিব আবার!

ধিক্‌।

ধিক্‌ তারে পরমেশে মতি নাই যার,
পিতা মাতা ভক্তি-হীনে ধিক্‌ শতবার।
ধিক্‌ তারে নাই যার বিদ্যালাভে মন,
ধিক্‌ সে উদ্যম-হীনে অলস যে জন।
ধিক্‌ তায় শত্রু-পদে নত যেই জন,
শতধিক্‌ মুখে যার অপ্রিয়-বচন।
পরাধীনে ধিক্‌, যার অভিমান মনে,
লজ্জা পেয়ে সজ্জা করে ধিক্‌ রে সে জনে।
আপন ক্ষমতা কত জানেনা যে জন,
ধিক্‌ তারে করে যেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।
কলঙ্কে শঙ্কিত নয় সদা যেই জন,
মিষ্টভাষী, মিথ্যাবাদী ধিক্কার-ভাজন।
আশায় নিরাশ হলে ধিক্‌ সে জীবনে,
ধিক্‌ ধিক্‌ শতধিক্‌ ধনাঢ্য-কৃপণে।
এ হতে অধিক সেই ধিক্কার-ভাজন,
অর্থ পেয়ে মিত্রজনে ভুলে যেই জন।

বালক।

১

আমিও ছিলাম শিশু, তোদের মতন,
হাসি না ধরিত মুখে,
কত সুখ-সিন্ধু বুকে,
অবিরত তোলপাড় করিত তখন,
নির্জ্জল-মরুর সম হয়েছে এখন।

২

আমারো এমন দিন ছিল একদিন,
কত খেলা খেলিয়াছি,
কত রঙ্গে নাচিয়াছি,
কত গান গাহিয়াছি বাজাইয়া বীণ,
সে সুখ-তরঙ্গ এবে হয়েছে বিলীন।

৩

পল্লি-বাল-দলে মিলি নিত্য অবিরত,
ঠুলি, ধূলি, গোলা নিয়ে,
কাননে, প্রান্তরে গিয়ে,
ছুটাছুটি, হুড়াহুড়ি করিয়াছি কত,
স্মরিলে তা' মনে হয় স্বপনের মত।

৪

গলায় গলায় প্রীতি ছিল পরস্পর,
কেহ কার কাছ ছাড়া,
হইলে আপনা হারা,
হতেম পাগলপ্রায়, ব্যথিত-অন্তর,
ভুলিয়া আহার, নিদ্রা হায়, নিরন্তর।

৫

সুখে 'লুকোচুরি' খেলা খেলিয়াছি কত,
খেলিয়াছি কত খেলা,
ঊষা, সন্ধ্যা দুই বেলা,
'হাডুডু' খেলেছি কত হয়ে উল্লসিত,
হাসি পায় মনে হলে, লজ্জা পায় চিত।

৬

জল-ক্রীড়া করিয়াছি জলেতে নামিয়া,
মিলি সবে দলে দলে,
ভাসাইয়া ফুল-দলে,
আগে কে ছুঁইতে পারে প্রতিজ্ঞা করিয়া,
সাঁতার কেটেছি কত আমোদে মাতিয়া।

৭

পাখীটি উড়িয়া গেলে ধরিতে তাহারে,
কত কষ্ট, কত ক্লেশ,
সহিয়াছি নাহি শেষ,

রোদে রোদে ছুটে ছুটে কান্তারে, প্রান্তরে,
ভ্রুক্ষেপ করিনি 'তায় মুহূর্ত্তেক তরে।

৮

বসনে, ভূষণে, ধনে ছিল না যতন;
ঠিক্ রে তোদের মত,
খেলায় ছিলাম রত,
হৃদয় সরল ছিল তোদের মতন,
এখন হয়েছি যেন কেমন কেমন।

৯

সংসারের জ্বালা-পোড়া বুঝিনি' তখন,
বুঝিনি রে বাল-রবি,
কালে ধরে খর-ছবি,
বুঝিনি' ঊষার হাসি, তপ্ত হুতাশন,
বুঝি নাই সুধা, বিষে প্রভেদ কেমন!

১০

মান, অপমান-বোধ ছিলনা তখন,
বিষয়, বিভব-তরে,
কারো সনে রোষ-ভরে,
বিবাদ, কলহে কাল করিনি' যাপন,
লজ্জা, সম্ভ্রমের কথা, ভাবিনি' কখন।

১১

ছিলনা এ হৃদে মম কূট-কপটতা,
শত্রু, মিত্র সমজ্ঞান,
ছিল সবি একপ্রাণ,
চ'খে ছিল সম দৃষ্টি, হৃদয়ে মমতা,
স্বভাব নির্ম্মল ছিল, প্রাণে পবিত্রতা।

১২

এখন সে হৃদে, শুধু, হায় হাহাকার,
সংসারের দাবানলে,
অবিরল জ্বলে জ্বলে,
হয়েছে শ্মশান সম হৃদয়-আগার,
কিছু নাই সব গেছে সব শূন্যাকার।

১৩

এই আশীর্ব্বাদ আমি করি অনিবার,
থাক্ রে বালক মত,
করিয়ে সংসার-ব্রত,
হ'স্‌নে আমার মত পশু নরাকার,
এ ব্রতে ভীষণ-জ্বালা দুঃখ-দুর্নিবার।

১৪

সানন্দে সরল-প্রাণে পবিত্র-মানসে,
এ মরতে এই মত,
থাক্ তোরা অবিরত,

সংসারের কুবাতাস যেন না পরশে,
এই কাল আসে যেন বরষে, বরষে।

১৫

শুক্লা-দ্বিতীয়ার চাঁদ যথা নভস্তলে,
তোরাও সেরূপ সুখে,
থাক্‌রে সংসার-বুকে,
জানিস্‌নে পূর্ণচন্দ্র রাহুর কবলে!
কি কাজ হইয়া বড় নশ্বর-ভূতলে?

১৬

কিম্বা ক্ষুদ্র তারা সম থাক্‌রে ফুটিয়া,—
বড় হয়ে কিবা ফল,
দুঃখ তাহে অবিরল,
সদাই কম্পিত বড় সাগরের হিয়া,
বড়র বাসনা তাই যা' তোরা ভুলিয়া।

১৭

পারি যদি, দেহ, প্রাণ বিনিময় করি,
এখনি ত্যজিয়া তবে,
সমান-বয়সী সবে,
আবার তোদের মত বাল-রূপ ধরি,
সংসারের দুঃখ-জ্বালা সমস্ত পাশরি।

চপলা ও বিমলা।

চপলা। দিদি, এই পাখী কেন বনে যেতে চায় ?
বিমলা। বন-পাখী বনে গিয়ে বড় সুখ পায়।
চ। কে নিবে বৃষ্টিতে, রৌদ্রে মন্দির-ভিতর ?
বি। চায়না মন্দির পাখী, চির-বনচর।
চ। এখানে ত দুধ্ ভাত, সেখানে কি খায় ?
বি। খুঁটে খুঁটে দানা-কণা যখন যা' পায়।
চ। কেন দিদি, হেথা পাখী থাকিতে না চায় ?
বি। স্বাধীনতা, জন্মভূমি কে ছাড়ে ইচ্ছায়।
পর-হর্ম্ম্যতল হতে অতি শ্রেষ্ঠতর,
আপনার ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর সুন্দর।
আপন শাকান্ন ফেলে পরান্ন কে খায় ?
দুঃখী ভবে, থাকে যেই পর প্রত্যাশায়।

কেন।

সুন্দর শশাঙ্ক হায়, কেন কলঙ্কিত ?
গোলাপ, কমল কেন চির-কণ্টকিত ?
অন্ধকারময় খনি কেন অবিরল ?
কেনবা লবণময় জলধির জল ?

দারিদ্র্য-অনলে কেন দহে কবিচয় ?
সুখের নিদ্রায় কেন দুঃস্বপ্ন উদয় ?
চপলা চঞ্চলা কেন ? ইন্দিরা সুন্দরী—
কেনবা অস্থিরা ভবে, পূর্ণিমা শর্ব্বরী ?
আবিলতাপূর্ণ কেন পূত ভাগীরথী ?
অঙ্গ-হীন জগন্নাথ; যক্ষ ধনপতি ?
কেন পুষ্পে কীট, কেন অকালে মরণ?
নরের আকাঙ্ক্ষা কেন হয় না পূরণ ?
পুণ্যবান পাণ্ডুপুত্র, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ,
নলরাজা, সুনীতির কেন নির্ব্বাসন ?
স্বর্গচ্যুত হরিশ্চন্দ্র, দাতা বলী ধীর,
রাজত্বে বঞ্চিত কেন ভীষ্ম মহাবীর ?
পতিব্রতা-সাবিত্রীর স্বামীর নিধন,
জানকীর বনবাস কেন অকারণ ?
শিবের শ্মশানে বাস কেন অনিবার,
জীব-শ্রেষ্ঠ মানবের কেন পাপাচার ?

সুখী ধনে নয়।

রোগে, শোকে, চিন্তানলে, দহে যেই পলে পলে,
পুত্র-শোকে জর জর হৃদয় যাহার,
কোটি কোটি ধনে তার, বসন-ভূষণে ছার,
কি করিবে, শুকাবে কি নয়ন-আসার ?
মনে সুখ নাহি যার, বৃথা তার অলঙ্কার,
বৃথা তার ধন, জন, জীবন, যৌবন ;
মন যার শান্তিময়, হোক্ দীন নিরাশ্রয়,
সেই সুখী, ধন নয় সুখের কারণ।

উপহাস।

মুটে লিখে 'জমিদার' 'রাজা-বাহাদুর',
বায়স বৈকুণ্ঠে যায়,
মূক যদি গান গায়,
ওরি নাম উপহাস, সাঁতারে আতুর।

২

চোরে সাধু বলে যদি, দুর্ব্বলে সবল,
মাতঙ্গ পতঙ্গচয়,
কাচে যদি হীরা কয়,
ওরি নাম উপহাস, বুঝে না তা' খল।

৩

অমানিশি আলোময়ী, নবনী কঠিন,
জয় হয় পাপ ক'রে,
গোপাল গগনে চরে,
ওরি নাম উপহাস, নবীন প্রবীণ।

৪

তেঁতুলে আতপ চা'লে যদি মেশামিশি,
শীতে যে সমীর বয়,
তা' যদি মলয় হয়,
ওরি নাম উপহাস, উপহাস হাসি।

নীতি কথা।

কালের কুটিল গতি ভাবিও মানব,
আজি যেই রাজা, কালি শ্মশানের শব।

ভাল যে মানব তারে সবে ভাল বলে,
কেবা কবে নিন্দা করে গোলাপ, কমলে?

পরে বিনাশিতে আগে যায় নিজ প্রাণ,
পতঙ্গ, প্রদীপ দেখ তাহার প্রমাণ।

পণ্ডিত মূর্খের কাছে পরাজিত হয়,—
অঙ্গার ধুইতে জল মলিনতাময়।

যশ যার আছে সে ত মরিয়া অমর,
বাঁচিয়াও মৃত ভবে কলঙ্কিত নর।

ধর্ম্ম বিনিময়ে পাপী চায় পাপরাশি,
তস্কর পূর্ণিমা দিয়া অমা অভিলাষী।

বধির কি বুঝে কভু সঙ্গীত-সুতান?
বুঝে কভু মূর্খ, কত সুখী সে বিদ্বান্?

দশানন দুর্য্যোধন কেন রে নির্ম্মূল,
গৃহের বিবাদ শুধু অনর্থের মূল।

মূর্খ নিয়ে স্বর্গ-বাসে সুখ কেবা পায় ?
কি ফল চন্দনে যদি পুরীষ তাহায় ?

বহুভাষী মানবের কথা সত্য নয়,
দ্রুতগতি স্রোতস্বতী মলিনা নিশ্চয়।

নবীন-যৌবনে তেজ সকলেরি হয়,
খরতর দিবাকর মধ্যাহ্ন সময়।

ঈশ্বরে ভক্তের প্রেম হয় না মলিন,
সম্বন্ধ চুম্বক-লৌহে ভাঙ্গে কোন্ দিন ?

দুধে চিনি ভাল বটে সোহাগা সোণায়,
সত্য সহ মিষ্ট কথা আরো শোভা পায়

নির্গুণ মানবে কেবা করে সমাদর,
মধুহীন ফুলদলে বসে কি ভ্রমর।

পরিচয় না থাকিলে কে করে সম্মান ?
সুবর্ণ পিত্তল বলে পায় অপমান।

পঙ্কেও পঙ্কজ কভু মলিন না হয়,
শুক্তির ভিতরে মুক্তা উজ্জ্বল কি নয় ?

নিজে কষ্ট পেয়ে সাধু পর-সুখ চায়,
আপনি ঘুরিয়া চাকা অপরে চালায়।

চপল মানব কভু সাধু নাহি হয়,
চঞ্চল সলিল সদা আবিলতাময়।

ঔষধে রোগীর বল রুচি কবে হয়?
হিত-কথা মানবের কভু প্রিয় নয়।

সুগন্ধি-গোলাপে কার অন্তর না হরে?
রতনে যতন ভবে সকলেই করে।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

পদ্য—ছন্দোবদ্ধ রচনার নাম পদ্য ; পদ্য দ্বিবিধ, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর।

মিত্র—অঙ্গার নির্ম্মল-বাসে মালিন্য বিতরে,
গুণহীন পরগুণে দোষারোপ করে।

অমিত্র—অঙ্গার নির্ম্মল-বাসে
বিতরে মালিন্য, গুণহীন
পরগুণে করে দোষারোপ।

প্রতি ৮ম ও ৬ষ্ঠ অক্ষরে যতি নির্দ্দেশ করিয়া পদ্য লিখিলেই অমিত্রাক্ষর রচনা হয়। যথা—

চল যাই মৃত্যু যথা—
অসার-সংসারে, কেন করি হাহাকার?
বিধি নিদারুণ—
নিদয়-নিঠুর, তাই এ যন্ত্রণা ভবে
সদা মানবের।

মিত্রাক্ষরে পয়ার ও ত্রিপদীই প্রধান ; এই দুইটীর অবলম্বনে বহুবিধ ছন্দ রচিত হয়।

পয়ার দুই চরণে। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী অক্ষর থাকে। উভয় চরণের অন্ত্যবর্ণ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিলন ও পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ম ও পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ অক্ষরে যতি পতন আবশ্যক ; যথা—

দরিদ্রের মিষ্ট মুখ, নাহ'লে বিপদ,
কাল-কোকিলের শুধু, সুস্বর সম্পদ।

এখানে ৮ম ও ৬ষ্ঠ অক্ষরে যতি পতন ও শেষ বর্ণদ্বয় ও তৎপূর্ব্বস্থ স্বরবর্ণদ্বয়ের মিলন হইয়াছে।

অন্যথা—নাহ'লে বিপদ মিষ্টমুখ দরিদ্রের,
সম্পদ কাল কোকিলের শুধু সুস্বর।

কখন কখন চারি চরণে, কখন কখন ১৫শ ও১৬শ অক্ষরে এবং কখনও বা চরণার্দ্ধের দ্বিরুক্তি দ্বারা, পয়ার রচিত হয়; যথা—

অসুরের সুধা লাভে কেন বৃথা আশ,
বাসনা অমর হ'তে হয় কি পূরণ,
বাঙ্গালীর রাজ্যলাভে বিফল প্রয়াস,
বামন ধরেছে চাঁদ শুনেছ কখন?

অথবা

বাসনা অমর হ'তে হয় কি পূরণ,
অসুরের সুধালাভে কেন বৃথা আশ,
বাঙ্গালীর রাজ্য লাভে বিফল-প্রয়াস,
বামন ধরেছে চাঁদ শুনেছ কখন?

১৫শ অক্ষরে যথা—

কৃপণ ধনাঢ্য দীনে, দেখিয়াও দেখেনা,
সুখী সে দুঃখীর দুঃখ বুঝিয়াও বুঝেনা।

১৬শ অক্ষরে যথা—

যত পায়, তত চায়, সদা মানবের মন,
যত লোভ, তত ক্ষোভ, চির-সত্য এ বচন।

দ্বিরুক্তি যথা—

কি করিব ভেবে আর, কি করিব ভেবে আর,
এ জীবন হইয়াছে দুঃখের আধার।
ত্যজিলে এ পোড়া প্রাণ, ত্যজিলে এ পোড়া প্রাণ
দুঃখের অনল হ'তে পাই পরিত্রাণ।

ত্রিপদী—লঘু ও দীর্ঘ।

লঘু ৪০ বর্ণে ও দীর্ঘ ৫২ বর্ণে সম্পন্ন হয়। পয়ারের ন্যায় প্রথমার্দ্ধের শেষ বর্ণের সহিত শেষার্দ্ধের শেষ বর্ণের মিলন আবশ্যক।

লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক ভাগের ৬ষ্ঠ বর্ণদ্বয় ও দীর্ঘ ত্রিপদীর ৮ম বর্ণদ্বয়ের মিলন হয়।

যথা—

লঘু—বিভু দয়াময়, কেন তাঁরে ভয়,
পাতকী পাবন যিনি,
যবে যাহা কর, নহে অগোচর,
সর্ব্বগ-সর্ব্বজ্ঞ তিনি।

দীর্ঘ—দীনে সদা দয়াময়, কেন তাঁরে কর ভয়,
পতিত পাবন পরমেশ,
পাপ কিম্বা পুণ্য কর, নহে তাঁর অগোচর,
স্মরণে বারণ মনোক্লেশ।

নিম্নে আরও কয়েক প্রকার ত্রিপদীর উদাহরণ দেওয়া গেল। যথা—

পতিত-পাবন, করুণা-সাগর,
করুণা করহ দীনে,
জনম অবধি, পেতেছি যাতনা,
যাবে আর কত দিনে?

তোমার মতন হরি, কে আছে দয়ালু ভবে,
কে শুনে পাপীর হাহাকার?

কে আছে আমার মত, মহাপাপী নরাধম,
তোমা ছাড়া দয়া পা'ব কার ?
জেনেছি সকল, ধাঁধাই কেবল,
বল সে বিফল, ধরম বিনে,
দামিনীর মত, ধন, জন যত,
ভালবাসি সে'ত, তাপস-দীনে।

পয়ার ও ত্রিপদীর সংমিশ্রণে অনেক ছন্দ উৎপন্ন হয় ; যথা—

মরুভূমে ওয়েসিশ্ তোমার কৃপায়,
করুণা-নিদান, কর কৃপা দান,
তোমার সন্তান বিভো, কেন দুঃখ পায় ?

গেল কত নিশি দিন,
ভেবে তনু হ'ল ক্ষীণ,
তবু কেন তাঁর সহ হয় না মিলন ?
যে চায় যাহারে সে কি পায় না কখন ?

বাঙ্গালায় বহুবিধ ছন্দ আছে ; কিন্তু সে গুলি লিখিতে হইলে বহুবিস্তৃত হইবে, তাই নিম্নে মাত্র দুই একটীর উদাহরণ লিখিত হইল ; যথা—

একাবলী (১১শ অক্ষরে)—

যাবনা যাবনা যাবনা আর,
পেয়েছি যাতনা, বুঝেছি সার ;
কাচের বরণ, উজ্জ্বল যত,
ভিতরে রতন, নহে রে তত ;
দুঃখদ স্থানের সুখদা গতি,
সহজে ধাবিত কুপথে মতি।

১২শ অক্ষরে—

উঠ রে বালক, উঠেছে তপন,
নিশি বিনে দিনে কে করে শয়ন ?
কাননে উঠেছে পশু পক্ষিগণ,
মানবের ছেলে কেন অচেতন ?

ললিত (দীর্ঘ)

কে বলে শ্বাপদচয়, ভয়ের কারণ হয়,
তারা ত বলে না মিছা, করে না ত বঞ্চনা ;
হরে না পরের ধন, করে না ত জ্বালাতন,
সতীত্ব-রতনে আহা, কভু তারা হরে না।

লঘু—

কোথায় কানাই, মোরা তবে যাই,
পাই কি না পাই, পুনঃ দেখিব,
পর্ব্বতে, কাননে, বনে, উপবনে,
নগরে, নির্জ্জনে তাঁরে খুঁজিব।

মণিকর্ণিকা—

প্রতি পংক্তি ১২শ অক্ষরে, প্রতি তৃতীয় বর্ণগুরু (১) হইবে ; যথা—

ভজ মানব শান্তি নিকেতন হে,
স্মর ঈশ্বর মোচন কারণ হে।

(১) দীর্ঘস্বর ও দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ গুরু। অনুস্বার ও বিসর্গ যুক্ত বর্ণও গুরু। অন্ত্য বর্ণও গুরু বলিয়া গণ্য হয়।